Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO. J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

বৃহস্পতিবার the ৩০ day of **নভেম্বর, ২০২৩**

অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৫২৭৩/২০১২

মিলক কান্তি বিশ্বাস Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৭/০৪/২০২৩ খ্রিঃ, ০৫/০৭/২০২৩ খ্রিঃ, ০৭/০৯/২০২৩ খ্রিঃ ও ২১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব জয়রাম দে ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব শওকত আলী চৌধুরী, বিজ্ঞ ভি.পি কৌঁসুলি (জি.পি)
---------Advocate for Defendant/ Opposite party

andhaving stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

অত্র ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানার অন্তর্গত গৈড়লা মৌজার গেজেটে বর্ণিত সম্পত্তি মহেন্দ্র বিশ্বাসের পুত্র সমরেন্দ্র বিশ্বাস, কানু রাম বিশ্বাস ও ননী গোপাল বিশ্বাসের।।. আট আনা অংশে স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি ছিল। অপর ।।. আট আনা অংশ আবেদনকারীর পিতা অশ্বিনী বিশ্বাসের স্বত্ব

দখলীয় সম্পত্তি ছিল। গেজেটে বর্ণিত ব্যক্তিগণ অশ্বিনী কুমারের কাকাতো ভাইয়ের পুত্র হয়। অর্থাৎ আর. এস. রেকর্ডী যাত্রা মোহনের পৌত্র হয়। পরবর্তীতে বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া এই দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া যাওয়ার সময় গেজেটে বর্ণিত সম্পত্তি এজমালী সম্পত্তি হিসাবে আবেদনকারীর পিতা অশ্বিনী কুমার বিশ্বাসের দখলে রাখিয়া যান। পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি সরকার কর্তৃপক্ষ অর্পিত অনাবাসি সম্পত্তি হিসাবে ভি. পি. তালিকাভুক্ত করিলে অধীন আবেদনকারীর পিতা ইজারা গ্রহন করেন। গেজেটে বর্ণিত ব্যক্তি আবেদনকারী কাকাত ভ্রাতা হন। আবেদনকারীর পিতা ইজারা টাকা সন সন পরিশোধ করিয়া আসিতেছে। পরবর্তীতে অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস পরলোক গমন করিলে অধীন আবেদনকারীকে এক পুত্র ওয়ারিশ রাখিয়া মারা যান। গেজেটে বর্ণিত ব্যক্তিগণের কোন ওয়ারিশ এই দেশে না থাকায় এবং পূর্ব দখলের ভিত্তিতে ও বর্তমান সরকারের আইন অনুযায়ী ইজারাদার দখলকার হিসাবে অধীন আবেদনকারীর বরাবরে প্রত্যর্পন করা একান্ত আবশ্যক।

অত্র মামলার ১-৫নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তাহাদের ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত শুরু হলে ভারতে চলে যায়। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হইলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সমগ্র পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা জারী করে। উক্ত যুদ্ধকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৫-১৯৬৯ ইং তারিখের মধ্যে যারা এই দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া যায় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ৭২/৭৮-৭৯ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থীগণ তাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **মিলন কান্তি বিশ্বাস (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-১- ৪ সিরিজ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১(এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা

মোঃ মহিউদ্দিন (Op.W.1)কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস ২৩৩ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী -১
২। বি. এস. ৫৮ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী -২
৩। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী ৩
৪। ভোটার আ ডি কার্ডের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৪

মিলন কান্তি বিশ্বাস (Pt.W.1) এবং **মোঃ মহিউদ্দিন** (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম।

গৈড়লা মৌজার অর্পিত সম্পত্তির গেজেটের ফটোকপি প্রদর্শণী-৩ হতে দেখা যায়, গৈড়লা মৌজার আর এস ২৩৩ নং খতিয়ানের আর এস ২৬৮০/২৬৮১/২৬৭৮/২৭১৪ দাগে সর্বমোট .৩২ একর ভূমি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত করা হয় যার মালিক ছিলেন মহেন্দ্র বিশ্বাস এর তিন পুত্র সমরেন্দু বিশ্বাস, কানু বিশ্বাস ও ননী বিশ্বাস। **Pt.W.1 কর্তৃক নালিশী আর এস ২৩৩ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১ হতে** দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন কৈলাস চন্দ্র বিশ্বাসের পুত্র গঙ্গা দাশ ও যাত্রা মোহন এবং অম্বিকা চরন চৌধুরীর স্ত্রী মন মোহিনী চৌধুরানী ও জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বল এর স্ত্রী দূর্গা সুন্দরী বল। বি এস ৫৮ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-২ পর্যালোচনায় দেখা যায় তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্ত বি এস খতিয়ান গঙ্গা দাশ বিশ্বাস এর পুত্র অশ্বিনীকুমার এবং মহেন্দ্র লাল বিশ্বাস এর পুত্র সমরেন্দ্র গং এর নামে শুদ্ধরুপে জরিপ হয়েছে। উক্ত বি এস খতিয়ান দৃষ্টে, মহেন্দ্র লাল এর উক্ত তিন পুত্র ভারতবাসী হন। প্রদর্শনী-৩ হতে দেখা যায়, মহেন্দ্র লাল এর তিন পুত্র সমরেন্দ্র গং এর সম্পত্তি অর্পিত হয়।

প্রার্থীক তফসিলোক্ত সম্পত্তি মূল মালিকের উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার দাবি করিয়া উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী মর্মে দাবি করেছেন। প্রার্থীপক্ষ ভারতবাসী সমরেন্দ্র গং সম্পর্কে তাদের কাকাতো ভ্রাতা হয় মর্মে দাবি করেন। আর এস ও বি এস খতিয়ান পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রার্থীকের পিতা অশ্বিনী কুমার আর এস রেকর্ডী গঙ্গা দাশ বিশ্বাস এর পুত্র হয়। গঙ্গা দাশ বিশ্বাস এবং যাত্রা মোহন আপন ভ্রাতা হন। মহেন্দ্র লাল বিশ্বাস যে যাত্রা মোহন এর পুত্র তৎ প্রমাণে প্রার্থীপক্ষ কোন ওয়ারীশ সনদপত্র দাখিল না করলেও আর এস ও বি এস খতিয়ান তুলনামূলক পর্যালোচনায় গেজেট বর্নিত ব্যাক্তি সমরেন্দ গং অশ্বিনী কুমার এর কাকাতো ভাইয়ের পুত্র হয় অর্থাত আর এস রেকর্ডী যাত্রা মোহনের পৌত্র

হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত সম্পর্কের নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীক মিলন কান্তি বিশ্বাস ভারতবাসী সমরেন্দ্র গং দের পিতার কাকাতো ভ্রাতার পুত্র হয়। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, প্রার্থীকগণ নালিশী সম্পত্তিতে ভারতবাসীী মূল মালিকের উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হয়।

প্রার্থীকপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ইজারা গ্রহন সংক্রান্ত কাগজাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থীকের পিতা অশ্বিনী কুমার ভিপি কেস নং ৭২/৭৮-৭৯ মূলে তফসিলোক্ত .৩২ একর ভূমি ইজার প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে ছিলেন। পরবর্তীতে অশ্বিনী কুমার এর মৃত্যুর পর প্রার্থীক উক্ত সম্পত্তি লীজ নবায়নে ভোগদখলকার হন। সুতরাং তফসিলোক্ত সম্পত্তি পূর্ববর্তীর আমল হতে প্রার্থীপক্ষের দখলে আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, নালিশী সম্পত্তিতে প্রার্থীকগন মৌরশীসূত্রে সহ-শরীক ও নালিশী সম্পত্তির প্রকৃত দখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ *এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীক তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তিতে ভারতবাসীগনের এদেশে বসবাসকারী একমাত্র ওয়ারীশ হিসাবে উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার এবং লিজ মূলে তফসিলোক্ত সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে তফসিলোক্ত সম্পত্তি প্রার্থীক অবমুক্তি পাবার হকদার মর্মে আমি বিবেচনা করি। সার্বিক বিবেচনায়, তফসিল বর্নিত নালিশী .৩২ একর সম্পত্তি প্রার্থীক বরাবরে অবমুক্ত হতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশহয় যে,

অত্র মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনাখরচায় মঞ্জুর করা হল।

এতদ্বারা নালিশী তফসিল বর্নিত আর এস ২৩৩ নং খতিয়ানের ২৬৮০, ২৬৮১, ২৬৭৮, ২৭১৪ নং দাগ তৎ সামিল বি এস ৫৮ নং খতিয়ানভুক্ত বি এস ২৭৮২, ২৭৭৬, ২৭৮৩, ২৯১৮ নং দাগভুক্ত সর্বমোট

.৩২ একর বা ৩২ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল ও
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল ও
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।